শিক্ষা ॥ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সৈয়দা শামসে আরা হোসেন

তারিখ ...26 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে সনাতন সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ স্তরে পাঠ্যসূচীতে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ের পাঠ্য সন্নিবেশ করে তিনটি শাখায় প্রবর্তন করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই পর্যায়ের শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে ১১,০৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি ক্যাডেট কলেজ এবং ৩২৩টি মহাবিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্যাডেট কলেজ ও মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমিকসহ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। বাকি বিদ্যালয়সমূহ মাধ্যমিক পর্যায়ের। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৩২,৭৯,৮৯৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। সাধারণ কাঠামোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী, দাখিল, আলীম, ফাজিল, এই চারটি স্তরকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে মাদ্রাসার সকল পর্যায়ের মোট ২১,৯৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৭,৫৮,৬২৪ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পরবর্তী পর্যায় হলো উচ্চ শিক্ষার স্তর। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার স্তরে ডিগ্রী পর্যায় থেকে তদূর্ধ স্তরসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কারিগরি, কৃষি বিষয়ক, সঙ্গীত ও চারুকলা শাখার নিম্নবর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা
১.	বিশ্ববিদ্যালয়	৬টি	৪২,৬৯৩
২.	ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়	১টি	৭৮৮
৩.	ডিগ্রী কলেজ	৫৪৭টি	৭,৫৫,৮৬২
	চিকিৎসা ক্ষেত্রে		
৪.	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	১২টি	৮,৩৬৩
৫.	ডেন্টাল কলেজ	১টি	৩৩৮
৬.	হোমিওপ্যাথিক কলেজ	৩৭টি	১২,১১০
৭.	আয়ুর্বেদিক কলেজ	৫টি	২৪৯
৮.	ইউনানী কলেজ	৯টি	৭১
	প্রকৌশল প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা		
৯.	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১টি	৪,২০২
১০.	ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজি	৪টি	২,৯৮৬
১১.	কলেজ অব লেদার টেকনোলজি	১টি	১৬০
১২.	কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি	১টি	২৬৩
	কৃষি শিক্ষা		
১৩.	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১টি	৪,০৯২
১৪.	কৃষি মহাবিদ্যালয়	৩টি	৯৮৫

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ছাড়া কয়েকটি ইনস্টিটিউট ও কলেজ রয়েছে। সেসব ইনস্টিটিউট ও কলেজ-এ বিশেষ বিষয় নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান করা হয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইনস্টিটিউট ও কলেজসমূহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা আধুনিক ভাষা ফাইন আর্ট শিক্ষাদানের জন্য ৭টি ইনস্টিটিউট।

ঃ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের জন্য ইনস্টিটিউট

	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
আইপিজিএসআর	১	৩৪২
বক্ষব্যাধি	১	১২
চক্ষু	১	১১
হৃদরোগ	১	৩৪
প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন	১	১৪
শিশু স্বাস্থ্য	১	১১
প্যারা মেডিক্যাল	২	৭৫০
জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি	১	২৫০

কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ঃ
কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
ঃ প্রকৌশল প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট ও কলেজ

	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা
গ্লাস এন্ড সিরামিক	১	৪২
পলিটেকনিক	১৮	১২,০৮৮
গ্রাফিক আর্টস	১	১২৭
মনোটেকনিক টেক্সটাইল	৩৩	৬৬০
কমার্শিয়াল কলেজ	১৭	৩,০০০

ঃ এ ছাড়া শিক্ষার বিশেষ কয়েকটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়	১	১৬৭
গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	১	২,৪০০
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	৩	৫৫৫

ঃ পেশাগত শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
১. আইন মহাবিদ্যালয়	৩২	১৫,৬১৯
২. নার্সিং মহাবিদ্যালয়	১	১৫০
৩. নার্সিং বিদ্যালয়	৪২	৪,৪০০

পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
১. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৫৪	৫,০১০
২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১০	৩,৭৮৬
৩. কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১	৯০
৪. ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১	৪৯
৫. ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৫১	৩,৪৫৮
৬. টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ	১২	৩,৭১০
৭. সার্তে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২	-

(উৎস ঃ ১৯৯১-এর প্রকাশনী তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো)

বাংলাদেশে সব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ কোটি ১২ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে। বাংলাদেশের প্রায় ১২ কোটি জনসংখ্যার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার এই সুযোগ। শিক্ষাপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যার তুলনায় খুবই সীমিত। শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী দুই উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত। সম্প্রতি আইন পাস করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিধি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই আইনের আওতায় ইতোমধ্যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

বেসরকারী উদ্যোগে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

ঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সকলে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না। ১৯৭৮ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে শিক্ষিত বেকারের হার ছিল ৪৮ শতাংশ। এই হার ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর ২০ থেকে ২৫ লাখ সক্ষম মানুষ শ্রম বাজারে ঢুকছে। এদের মধ্যে ২০ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত হতে পারে, বাকি সবাই বেকার থাকছে। কোন ক্ষেত্রে শ্রমদানের সুযোগের অভাবে দেশের শ্রমশক্তির ২৫ থেকে ৩৩ ভাগ অব্যবহৃত থাকছে (সূত্র ঃ প্রবন্ধ- আতিউর রহমান)। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের অভাবের ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণের মধ্যে পরিকল্পনাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম। শিক্ষার কর্ম ক্ষেত্রে বহুবিধ উপেক্ষা করে শিক্ষাদান করা হয়। ফলে প্রাপ্ত শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব হয় না, এ জন্য শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া দেশে উৎপাদন, উন্নয়ন কর্মকান্ডের অভাবের ফলে কর্মসংস্থান গড়ে ওঠে না। দেশের বিপুল পরিমাণ শ্রম শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে না পেরে অপচয় হয়।

শিক্ষা কর্মমুখী সৃজনশীল উপাদান সমৃদ্ধ হলে ব্যক্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা জাগে এবং কর্ম সম্পাদনে উপযুক্ততা অর্জন সম্ভব হয়। শিক্ষালব্ধজ্ঞান উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটায়। এর প্রয়োগ কর্মপ্রবাহের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে সম্পদ। অনুৎপাদনশীল খাতে সম্পদকে ব্যবহার না করে উৎপাদনশীল ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পদের বিনিয়োগ প্রয়োজন। সম্পদ উন্নয়নের বিষয় অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রসার, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা, প্রাচীনতা দূর করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করা প্রয়োজন। এ দেশের বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠী শিক্ষার অভাবে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। এভাবে জনগণের শক্তি, সম্ভাবনা ও সৃষ্টিধর্মী বিকাশ রুদ্ধ হয়ে থাকছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার হচ্ছে না। দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসাবে বিশ্বে পরিচিত হচ্ছে। বিরাজিত পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন।

সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করবে এটাই কাম্য। এ ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা থাকলে সফলতা অর্জন অবশ্যম্ভাবী হয়তো সময় সাপেক্ষ হবে।